সুর তৈরী করার উপায়

শ্রী তৃনেশ দেওয়ানজী (নীলকণ্ঠ)

স সঙ্গীত সমাধান

প্রপথম ভাগ ঃ প্রপথম অংশ

অনেক প্রপতিষ্ঠিত সুরকারদের সাথে আমার জীবনে ওঠাবসা হয়েছে। এদের আমি যখনই প্রপ্ন করেছি, সুর আপনারা কিভাবে করেন, এর কি কোনো সুচিন্তিপ্রত উপায় বা নিয়ম আছে? আপনারা কিভাবে স্থায়ী করেন, তারপর অন্তরাতে যান, তারপর আভোগে আসেন বা ঠিক করেন কি ভাবে, যে, এ গানে একটা সঞ্চ ারী হবে? কেউ উত্তর দিয়েছেন --এতো অনূভূতির খেলা, নিয়মটিয়ম নেই।

তোমার অনূভূতির ধার যদি ঠিক থাকে,সঙ্গীতের উপর যদি দখল থাকে তবে আপনা আপনি সুর তৈরী হবে,করতে হবে না। আবার কেউ উত্তর দিয়েছেন, কর্ড সেকশনটা গুলে খেতে হবে ; তবেই সুর তৈরী হবে । আবার কারো উত্তর, মিউজিক হল একটা কোলাজ অ াইটেম। রামের দুটো হাত নাও আর শ্যামের দুটো পা নাও। গীতার শরীরটা নাও আর রমার মাথা নাও তাহলে সে রমাই তো হচ্ছে । কে দেখতে যাচ্ছে হাত আর পা দুটো কার। এদের কারো কাছ থেকেই আমি সঠিক উত্তর পাইনি। হয় এরা উত্তর জানে না আর নয়তো বলেনা। তাহলে কি যে ভাল তালিমপ্রপাপ্ত সঙ্গীতকার বা বাজনাদার, যার সুরেব ওপর দখল আছে কিন্তুপ্র অনুভূতির ধার একটু ভোঁতা, সে কি সুর তৈরী করতে পারবে না? সে কি তার অনুভূতির ধারে শান দিতে পারবে না? যদি কেউ কর্ড সেকশন গুলে খেতে না পারে তবে কি সে সুর তৈরী করতে পারবে না? যদি কেউ ধড়, মুণ্ডু, হাত, পা কাটাকাটি করতে না পারে তবে কি সে সুরকার হতে পারবে না? যাই হোক দেখা যাক এর উত্তর খুঁজে বার করা যায় কিনা। আমি এই সুর তৈরী করার ব্যাপারে প্রপথম থেকেই ঝিকবি কবিগু রবীন্দ্রনাথকে উদাহরণ হিসাবে টানবো । কারণ, আমার মতে যে কোন বাঙালী সুরকারকে সুর তৈরী করার আগে এন াকে ভালো করে বুঝতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি ইনি হলেন আমাদের পথ প্রপ্দর্শক। আমি ওনাকে যেভাবে স্টাডি করেছি সেই ভাবে সুর করার পদ্ধতিগুলোকে পর পর সাজাচ্ছি । তারপর নতুন কিছু পদ্ধতি যোগ করব।

(১) এই গানটি একটি স্কটিশ লোকগীতি। ৪/৪ ছন্দের ।প্র পথমে এর স্বরলিপিটি দেখাবো। তারপর ভাঙাগানটি নিয়ে আলোচনা করব।

প্া–	সা - - সা	সা - গা -	রা - - সা	রা - গা -
শু ড	অ ০ ল্ড অ্যা	কোয়েন টেন্স	বি ০ ০ ফর	গ ট্ অ্যা ণ্ড

সা - - সা	গা - পা -	ধা - - -	- ধা ধা –
নে ০ ০ ভর	ব্র ট টু ০	মা ০ ০ ই	০ ল্ড শু ড

পা - - গা	গা - সা -	রা - - সা	রা - গা -
অ ০ ল্ড অ্যা	কোয়েন টেন্স	বি ০ ০ ফর	গ ট অ্যাণ্ড

সা - - ধ্া	ধ্া - প্া -	সা - - -
ডে ০ জ অফ	অ ল্ড ল্যা ঙ	জ ০ ০ ইন

এর ভাঙাগানটি হল “পুরানো সেই দিনের কথা ”। এটি ৩/৩ ছন্দের গান। স্বরলিপিটি এই রকম।

সা সা ন্া	সা গা -	রা সা –	রা গা -
পু রা ০	নো সে ই	দি নে র	ক থা ০

সা - সা	গা পা –	ধা - র্সা	র্সা র্সা –
ভু ল বি	কি রে ০	হা ০ য়	ও সে ই

ধা পা -	গা সা -	রা সা -	রা গা -
চো খে র	দে খা ০	প্রা ণে র	ক থা ০

প্া – প্া	ধ্া ধ্া ন্সরা	সা - -
সে ০ কি	ভো লা ০০০	যা ০ য়

তাহলে এখানে কি কি পরিবর্তন হল --

(ক) তালের পরিবর্তন হল ,
(খ) স্বর বিন্যাসের পরিবর্তন হল,
(গ) ভাবের পরিবর্তন হল।
আর যা পরিবর্তন হল না তা হল স্বর গুলির। শুধু ভাবের সঙ্গে সমতা রেখে একটু এদিক আর ওদিক ।
এই তাল ও স্বর বিন্যাসের পরিবর্তন নিয়ে আমি একটা নিয়ম তৈরী করেছি। যদি কেউ তাল পরিবর্তন বা স্বর বিন্যাসের পরিবর্তন বুঝতে না পারে তবে এই ভাবে অভ্যাস করলে অনেকটা কার্যকরি হবে। এটা একটা অঙ্ক। আমি চার চার বিভাগে আট মাত্রা দিয়ে দেখা চ্ছি। ও প্রপতিটি মাত্রায় দুটি করে স্বর রাখছি।

সারে গামা পাধা নির্সা র্সানি ধাপা মাগা রেসা

এই আট মাত্রাকে এবার কত রকম ছন্দে আনা যায় এবং কি ভাবে তা দেখুন ---

- রে	গামা	পাধা	নির্সা	র্সানি	ধাপা	মাগা	রেসা
সারে	- মা	পাধা	নির্সা	র্সানি	ধাপা	মাগা	রেসা
সারে	গামা	- ধা	নির্সা	র্সানি	ধাপা	মাগা	রেসা
সারে	গামা	পাধা	- র্সা	র্সানি	ধাপা	মাগা	রেসা
সারে	গামা	পাধা	নির্সা	- নি	ধাপা	মাগা	রেসা
র্সা -	র্সা -	নিধা	পামা	র্সানি	ধাপা	মাগা	রেসা

এই ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এর আরো অসংখ্য রূপ দেওয়া যায়। এই বার কোনো একটি গানের ওপর এর প্রপয়োগ কি ভাবে করা যাবে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক ।

3 / 4 time

সা সা –	নি্ সা –	রে রে –	সা রে –
আ লো ০	আ মা র	আ লো ০	ও গো ০
গা গা –	মা পা –	ধা নি –	– – –
আ লো ০	ভু ব ন	ভ রা ০	০ ০ ০
ধা নি –	র্সা নি –	ধা পা –	মা গা –
আ লো ০	ন য় ন	ধো য়া ০	আ মা র
রে রে –	গা গা পা	মা গা –	– – –
আ লো ০	হৃ দ য়	হ রা ০	০ ০ ০

এটি একটি ৩/৩ ছন্দের গান। এই গানটিকে আমি অঙ্কের মাধ্যমে স্বর পরিবর্তন ও ভাব প্রপয়োগের মাধ্যমে চার চার ছন্দে নিয়ে আসবো।

2 /4 time

সা – সা নি্	ধা সা – সা	রে রে গা রে	সা রে – –
গা মা পা –	পা – পা ধ	নি র্সা নি ধা	মা – – –
ধা – ধা –	পা – মা গা	মা পা – –	– – – –

তাহাল বোঝা গেল যে একটি গানকে ছন্দ ও ভাব প্রপয়োগের দ্বারা এক সুর থেকে অন্য সুরে নেওয়া যেতে পারে । ঠিক যে ভাবে অ াগের গানটি কবিগু নিয়েছেন।

ঠিক এই ভাবে তালের বিভিন্ন ছন্দকে সুরে ফেলে তার চলন অনুযায়িও সুর করা যায়। এই সূত্রটিকে আমি ধীরেধীরে আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসবো । একথা মনে রাখতে হবে যে 'সুর' হল 'নিরাকার', একে স্বরলিপির মাধ্যমে যদিও আমরা 'সাকার' করার অনেক চেষ্ট াই করেছি, তবে তাতে পুরোপুরি সফল হইনি । আর হইনি বলেই সঙ্গীত এখনও গুমুখী বিদ্যা, না হলে তো বই দেখেই সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া যেত আর সুঘোষিত পণ্ডিত উপাধি নেওয়া যেত । আর একথাও মনে রাখতে হবে যে কথার ওপর যেমন সুর করা যায়, তেমনি সুরের ওপরও কথা লেখা যায় । অর্থাৎ আগে সুর তৈরী করে নিয়ে সেই 'মিটার' অনুযায়ী কথা লেখা, আর এই সুর তৈরী করার কি কি সূত্র হতে পারে তা নিয়েই আমাদের এই আলোচনা ।

(ক্রমশ)